

সূরা আল মো'মেনুন-২৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

বহু অভ্যন্তরীণ সাক্ষী-প্রমাণ পেশপূর্বক দেখানো হয় যে বর্তমান সূরাটি (সূরা আল মো'মেনুন) হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) এর মক্কী-জীবনের শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম সুহূতীর মতে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্য এটাই সর্বশেষ সূরা। তবে মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা না হলেও এটা যে শেষ মক্কী সূরাগুলোর অন্যতম তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে মু'মিনদেরকে আল্লাহর সমীপে প্রণত হয়ে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কেননা এতেই তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রগতির গুচ্ছ রহস্য নিহিত রয়েছে। তাদেরকে কফিরদের বিরুদ্ধে তলোয়ারের জেহাদ করতেও অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যারা তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠিয়েছিল, যারা অন্ত্র ধারণ করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে এসেছিল, তাদেরকে তলোয়ার দ্বারাই প্রতিরোধ করা যায়। তাদেরকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যেন তারা কুরআনের আলোকে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং এই প্রতিশ্রুতিও তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, যদি তারা তাদের সেই কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করে তাহলে তারা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে সাফল্য ও বিজয় দান করবেন। এই প্রতিশ্রুতি ছিল শর্তসাপেক্ষ। তবে আলোচ্য সূরাতে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেমে একটি নিশ্চয়তা এভাবে দেয়া হয়েছে যে মু'মিন একটি সম্প্রদায় অবশ্যই জন্মাবত করবে, যারা পূর্ব-বর্ণিত অবস্থা পুরাপুরি মেনে চলার ফলশ্রুতিতে অবশ্যই সফল হবে। কাজেই এই বিষয়টি যা পূর্ববর্তী সূরাতে একটি অনুমানের আকারে পেশ করা হয়েছিল তা বর্তমান সূরাতে একটি বাস্তব- ভিত্তিক সত্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

মু'মিনদের বিজয় ও সফলতার সময় উপস্থিত হয়েছে- এই শুভ সংবাদ দিয়ে বর্তমান সূরাটির শুরু। অতঃপর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ পরিচয় চিহ্নের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, যা বস্তুত তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষতার পরিচায়ক। এই বর্ণনার পরপরই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে মানুষের সৃষ্টি-পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, বাহ্যিকভাবে প্রত্যেক মানব জন্মের শেষে যেমন মৃত্যু ও পুনরুত্থান ঘটবে, তেমনি জাতি বা সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও উত্থান-পতনের ঘটনা একটি স্বাভাবিক বিষয়। কাজেই একটি জাতির মধ্যে এক সময় যদিও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ঘটে, পরবর্তীতে সেই জাতির মধ্যেই পুনরায় আঘাতিক অবক্ষয় দেখা দেয় এবং যথাসময়ে অন্য একটি জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। বস্তুত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উৎকর্ষ একে অপরের সাথে গভীর সাদৃশ্য রাখে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা সাতটি পর্যায় অতিক্রম করে পরিপূর্ণতায় ধাপে ধাপে উন্নীত হয়। অতঃপর সূরাটিতে এই প্রসংগের অবতারণা করা হয়েছে, পৃথিবীতে সব কিছুই একটি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্রেরিত হয় থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় এবং সেগুলো লয়প্রাপ্ত হয়। একইভাবে পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী ধর্ম-বিধানগুলো তাদের নিজ নিজ সময়ের প্রয়োজন মিটিয়েছিল এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর এখন সেগুলো অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কাজেই শুধু মাত্র ঐশ্বী হওয়ার কারণেই যে কোন ধর্ম চিরকাল অবিকৃত থেকে যাবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই। শুধু মাত্র পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রেই এই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, এর শিক্ষা শাশ্঵ত ও চিরস্তন এবং কেয়ামত কাল পর্যন্ত তা সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতে থাকবে। তারপর সূরাটিতে মানবকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার একাধিক অনুগ্রহের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা তার পার্থিব জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বিক শিক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তাহলো, মানুষের বাহ্যিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যেখানে আল্লাহ তাআলা এত কিছুর আয়োজন করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাবার জন্য নিশ্চয় তিনি এর সমান বা ততোধিক কার্যকরী ব্যবস্থা রেখেছেন। তারপর বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য এক অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে আল্লাহর তওহীদের প্রতি বিশ্বাস এবং এই তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পৃথিবীর আদি থেকে বিভিন্ন নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটেছে। হ্যরত নূহ (আঃ)ও এই তওহীদের বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা প্রচার করেছেন। তাঁর পরে আগত বহু ঐশ্বী-শিক্ষকও একই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছেন। কিন্তু যারা অন্ধকারের অনুসারী তারা সব সময়ই এই সব নবী-রসূলের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। সত্য এবং যিথ্যার এই মোকাবিলায় পরিণামে মু'মিনরাই বিজয়ী হয়েছে এবং যারা নবী-রসূলদের অঙ্গীকারকারী ছিল তারা পরাজিত ও হতাশ হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পুণ্যবান বান্দারা তাঁদের প্রভুকে ভয় করে, তাঁর নির্দেশনাবলীতে দীর্ঘ আনে, আল্লাহর তওহীদের ব্যাপারে তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তাঁদের সাধ্যমত তাঁরা সৎ কাজ করে এবং এতদ্সত্ত্বেও তাঁরা ভীত

থাকে যে সম্বত তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেনি। সৎ কাজ সম্পাদনে তাঁরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। অতঃপর কাফিরদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, যদি তারা ঐশ্বী-বাণীকে ক্রমাগত অঙ্গীকার করতে থাকে তবে পরিণামে তারা ঐশ্বী শাস্তিতে নিপত্তি হবে। কিন্তু এই সতর্কতা সন্দেও অবিশ্বাসীরা তাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত হয় না, বরং পাপাচারে তারা আরো বেশি লিঙ্গ হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় সত্য সত্যই একদিন ঐশ্বী আযাবের সময় এসে উপস্থিত হয়। তখন তারা মিনতি করতে থাকে, অন্তত তাদের সংশোধনের জন্য একবার হলেও তাদেরকে শেষ সুযোগ দেয়া হোক। কিন্তু তখন বিলম্ব হয়ে যায়। তাদের কৃত-কর্মের শেষ সীমায় তারা উপনীত হয়। তাই সেই আযাব তাদের ভোগ না করে আর উপায় থাকে না। সেই অবস্থায় তারা উপলব্ধি করে, সারা জীবন ভোগ-বিলাস সন্দেও অল্প সময়ের ঐশ্বী আযাব কতই না কষ্টকর! পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের উল্লেখ করে সূরাটি শেষ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। মানব জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই ঐশ্বী অনুশাসন, নবী-রসূলের মিশন, ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। কেননা একদিন তার প্রভুর সমীপে তাকে তার কৃত-কর্মের জবাবদিহি করতে হবে।

সূরা আল মো'মেনুন-২৩

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ সহ ১১৯ আয়াত এবং ৬ রংকু

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। مُّمِنِّরা নিশ্চয় সফল হয়েছে^{১৯৭৮},

۲

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ②

৩। যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে^{১৯৭৯}

اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ③

৪। এবং ﴿যারা বৃথা বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়^{১৯৮০}

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُغَرِّضُونَ ④

৫। এবং ﴿যারা (নিয়মিত) যাকাত^{১৯৮১} দেয়

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكْوَةِ فَاِعْلُونَ ⑤

৬। এবং ﴿যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ⑥

৭। ﴿তবে নিজেদের স্ত্রী কিংবা নিজেদের অধিকারভুক্তদের^{১৯৮১}-ক ক্ষেত্রে এটা (প্রযোজ্য) নয়। এ জন্য নিশ্চয় তারা তিরস্ত হবে না।

إِلَّا عَلَىٰ آذِنِ رَبِّهِمْ أَذْ أَمَّا مَلَكُوت
آئِمَّانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْوَمِينَ ⑦

৮। ﴿কিন্তু যারা এ থেকে সরে গিয়ে অন্য (কোন পথ অবলম্বন করতে) চায় তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ قَوْلَيْكَ هُمْ
الْمُهْدُونَ ⑧

দেখুন : ক. ১১১ খ. ২৫৪৭৩ গ. ৫৪৫৬; ৯৪৭১ ঘ. ৭০৪৩০ ঙ. ৭০৪৩১ চ. ৭০৪৩২।

১৯৭৮। এই আয়াত অতি উচ্চ স্তরের মুমিনদের প্রতি ইশারা করছে, যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল বিশ্বাসী কেবল নাজাতই (মুক্তি) লাভ করবে না, উপরত্ব সফলতাও অর্জন করবে। কারণ নাজাত-প্রাপ্তি অপেক্ষা 'ফালাত' (সফলতা) অর্জন অধিকতর আধ্যাত্মিক উচ্চ স্তর বা মর্যাদা বিশেষ।

১৯৭৯। এই আয়াত থেকে সেই অভিপ্রেত অবস্থা বা পূর্ব শর্তের বর্ণনা শুরু হয়েছে যা একজন মুমিনকে জীবনের অভিষ্ঠ, পরম কৃতকার্যাত্মক লাভ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করার পূর্বেই উচ্চ অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, যেজন্য আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত অবস্থা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বহু সোপান বা শর্ত রূপে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। মানবাত্মার এই সফরে প্রথম স্তর বা ধাপ হলো, একজন বিশ্বাসী সম্পূর্ণ বিনয়াবন্নত অবস্থায় এশী মহসুস ও মহিমার ভয়ে ভীত হয় এবং তার কৃত পাপের জন্য সে অনুত্ত হৃদয়ে তার অবনমিত ও নিরহংকার আত্মাকে আল্লাহ তাআলার প্রতি রুম্জু ও প্রত্যাবর্তন করে।

১৯৮০। দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয় অসার দষ্ট ও চিন্তা এবং বৃথা ও মূলাহীন কর্মকান্ড ত্যাগের মাধ্যমে। জীবন এক কঠোর বাস্তব এবং একজন মুমিনের বা বিশ্বাসীর অবশ্যই জীবনকে এই রূপেই নেয়া উচিত। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা আবশ্যক এবং সকল অসার ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অনুসরণ বর্জন করা উচিত।

১৯৮১। চরম দুর্দশাহস্ত লোকদেরকে সাহায্য প্রদান করা, অথবা অর্থনৈতিকভাবে জাতির অনঘসর ভাগ্য-বিড়ুতি জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে সাহায্য করাই কেবল যাকাতের উদ্দেশ্য নয়। অধিকস্তু অর্থ এবং দ্রব্য-সামগ্ৰী মজুদ বা জমা কৰাকে নিরঞ্জনাহিত কৰাও যাকাতের মহৎ উদ্দেশ্য। এইরূপে উভয়ের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত কৰাও যাকাতের উদ্দেশ্য যার ফলে সুষ্ঠু ও সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকে।

১৯৮১-ক। ৫৬১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। *আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهِمْ وَعَهْدٌ هُمْ
رَاعُونَ^①

★ ১০। *এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে নিজেদের নামায়ের তত্ত্বাবধান করে^{১৯৮২},

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوةِهِمْ
يُحَافِظُونَ^②

১১। এরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী,

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارثُونَ^③

১২। *যারা হবে ফিরদৌসের উত্তরাধিকারী^{১৯৮৩}। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ^④
وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِلْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ
مِنْ طِينٍ^⑤

১৩। আর নিশ্চয় *আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি^{১৯৮৪}।

شُمَّ جَعْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَاءِ
مَكَيْنِ^⑥

১৪। এরপর *আমরা তাকে বীর্যরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে রাখলাম।

شُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ
عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَةَ لَحْمًا شُمَّ
آشْنَانَهُ خَلَقَاهُ أَخْرَى فَتَبَرَّكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْفَاعِلَيْنَ^⑦

১৫। এরপর আমরা এ বীর্যকে জমাট রক্ষণিতে পরিণত করলাম, এরপর এ জমাট রক্ষণিতে মাংসসদৃশ জমাট রক্ষণ পরিণত করলাম, এরপর এ মাংসসদৃশ জমাট রক্ষণকে হাড়গোড়ে পরিণত করলাম। এরপর এ হাড়গোড়ে আমরা মাংসের (আবরণ) পরালাম। এরপর এটিকে আমরা এক নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত করলাম^{১৯৮৫}। অতএব যিনি সব স্রষ্টার চেয়ে উত্তম সেই এক আল্লাহহই আশিসের অধিকারী প্রতীয়মান হলেন।

দেখুন : ক. ৭০৯৩৩ খ. ৬৯৯৩; ৭০৯৩৫ গ. ১৮১১০৮; ৭০৯৩৬ ঘ. ৩২৯৮-৯ ঙ. ২২৯৬।

১৯৮২। এই আয়াত আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম এবং শেষ স্তর চিহ্নিত করেছে, যে স্তরে আল্লাহকে স্মরণ করা মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে বা অভ্যাসে পরিণত হয়, যা তার সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায় এবং তার আয়া প্রশান্তি লাভ করে। এই স্তরে মু'মিন সম্মিলিত ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হয়। এর অন্তর্নির্দিত অর্থ হলো, জাতীর হিতাকাঞ্চকা তার মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং সে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে উৎরে স্থান দেয়।

১৯৮৩। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন উল্লেখিত হয়েছে যে যেহেতু মু'মিনগণ সর্বপ্রকার শুণাবলী নিজেদের মধ্যে বিকশিত করেন সেইজন্য তাদেরকে ফিরদৌস নামক জাহানে বাস করতে দেয়া হবে। যে কোন বাগানের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা যেখানে বিদ্যমান (লেইন)। যেহেতু তারা তাদের জীবনের বাসনা-কামনার মৃত্যু ঘটিয়েছিল, সেই কারণে বিনিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তাদেরকে অমর বা চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন এবং তারা তাদের সমস্ত কিছুই লাভ করবেন (৫০৯৩৬)।

১৯৮৪। তফসীরাধীন সুরার প্রথম দশ আয়াতে মানবের আধ্যাত্মিক বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের উল্লেখ করার পর কুরআন করীম বর্তমান ও পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের আয়াতে তার দৈহিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করছে এবং এইভাবে মানুষের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক জন্ম ও ক্রমবর্ধনের মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য স্থাপন করেছে। জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রযুক্তি হাড়াও এই সূরা স্পষ্ট এবং সহজে বোধগম্য ভাষায় এই বর্ণনা দিয়েছে। জীব-বিজ্ঞান এমন কিছু আবিষ্কার করেনি যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবে কুরআন মজীদের বিবৃতির বিরুদ্ধে যায়। 'আমরা মানুষকে কাদা মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি' এ বাক্য দ্বারা প্রাথমিক স্তর থেকে মানব সৃষ্টির প্রণালী বা প্রক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মানুষ মৃত্যুকাকারে সৃষ্টি থাকে এবং পৃথিবীর অজেব বা অসংগঠিত মৌলিক অংশ পর্যায়ক্রমে অতি সুস্ক্র প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যের ভিতর দিয়ে জৈব প্রাণ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। এই স্তরে এর পর সেই এ হাড়গোড়ে আমরা মাংসের (আবরণ) পরালাম, (২০৯১৫) অর্থাৎ ক্রগাবস্থা থেকে ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

১৬। এরপর ক্ষেত্রে অবশ্যই মারা যাবে^{১৯৮৩}।

ثُمَّ إِنَّ كُحْمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتُعْزَنْ^(১৭)

১৭। ^৪এরপর অবশ্যই কিয়ামত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে^{১৯৮৭}।

ثُمَّ إِنَّ كُحْمَيْمَةً أَنْقِيمَةً تُبَعْثُنَ^(১৮)

১৮। ^৫আর নিশ্চয় আমরা তোমাদের ওপর সাতটি পথ বানিয়েছি^{১৯৮৮}★ এবং আমরা (আমাদের) সৃষ্টি সম্বন্ধে কখনো উদাসীন নই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَ كُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ مَعَ
مَا كُنَّا عِنْ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ^(১৯)

১৯। ^৬আর আমরা আকাশ থেকে এক পরিমাপ অনুযায়ী^{১৯৮৯} পানি অবতীর্ণ করি। এরপর আমরা তা পৃথিবীতে সংরক্ষিত করি এবং নিশ্চয় আমরা তা উঠিয়ে নিতেও সক্ষম।

وَأَنْزَلْنَا مَنَّ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ
فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ^{২০} وَإِنَّا عَلَى
ذَهَابِهِ لَقَدِرُونَ^(২১)

২০। ^৭এরপর আমরা এর মাধ্যমে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। এগুলোতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলফলাদি (ধরে) এবং তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক।

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنِّتٍ مِنْ تَحْيِيلٍ^{২২}
أَغْنَاهُ بِلَكُمْ فِيهَا فَوَاحِدُهُ كَثِيرَةٌ^{২৩}
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^(২৪)

দেখুন : ক. ৩৯:৩১ খ. ৩৯:৩২ গ. ৭৮:১৩ ঘ. ১৫:২৩ ঙ. ১৬:১২,৬৮; ৩৬:৩৫।

১৯৮৫। 'এরপর এটিকে আমরা এক নতুন সৃষ্টিতে বিকশিত করলাম'-এই উকি থেকে সুস্পষ্ট যে মানব-দেহে আঢ়া বাইরে থেকে আসে না, বরং মাত্রগর্ভে ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় দেহের অভ্যন্তরেই আঢ়া জন্ম লাভ করে। প্রথমে দেহ থেকে আঢ়ার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু মাত্রগর্ভে দেহ ক্রমবর্ধন ও পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তা দেহ থেকে যে নাজুক সত্তা নির্যাসিত করে তাকেই বলে আঢ়া। যখনই আঢ়া এবং দেহের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে সুসমবিত্ত হয়ে যায় তখন হৃৎপিণ্ড কাজ করতে আরম্ভ করে। অতঃপর আঢ়া আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে এবং তখন থেকে দেহ আঢ়ার আবরণরূপে কাজ করতে থাকে (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১৭৮৭-১৭৯০ পৃষ্ঠা)।

১৯৮৬। মানব ক্রমবর্ধনের পূর্ণ পর্যায়ে পৌছে গেলে ক্রমাগতে ক্ষয়-প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, যার সমাপ্তি ঘটে তার মৃত্যুতে। এটা প্রকৃতির এক অমৌঘ নিয়ম যে সকল জীবনের অবসান হবে ক্ষয়, বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুতে। একমাত্র আল্লাহ তাআলা চিরঙ্গীব ও চিরস্তন।

১৯৮৭। মৃত্যুর পরে মানুষকে এই উদ্দেশ্যে পুনরায় জীবিত করা হবে, যেন সে সীমাহীন পারলৌকিক জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে। ইহজীবনে মানুষ যে অগ্রগতি সাধন করে থাকে তা কেবল প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। এখানে সে মাত্রগর্ভের শিশুসদৃশ। মৃত্যুর পর মানুষ এক নৃতন এবং পূর্ণতর জীবনে জন্ম লাভ করে, যা সীমাহীন ক্রমোন্নতির সূচনা।

১৯৮৮। এই সূরার প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতির ছয়টি স্তর সাতটিতে পরিণত হয়, যদি "ফিরদৌস" (আয়াত-১২) আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ স্তর রূপে গণনা করা হয়। অনুরূপভাবে শুক্রাণু (আয়াত-১৩) স্থাপনের পূর্ববর্তী প্রারম্ভিক স্তরকে শুণ সংক্রান্ত ক্রম-বিবর্তনের ছয়টি স্তরের সঙ্গে যদি যোগ করা হয়, এই সংখ্যাও সাতটি হয়। আয়াতের মধ্যে এইরূপ 'সাতটি পথ' এর উল্লেখ ১৩-১৫ আয়াতে বর্ণিত মানবের দৈহিক ক্রমোন্নতির সাতটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

★[এখানে মানুষের জন্য সাতটি স্বর্গীয় পথের উল্লেখ রয়েছে। সাত সংখ্যা বলতে একুশ সংখ্যা বুঝায় যার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটানো হয়, যেভাবে প্রতি সাত দিন পর পর সঙ্গাহের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। অতএব 'সাবা'আ ত্বারায়েক' অর্থ হলো অগণিত স্বর্গীয় পথ। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

★ ২১। আর সিনাই^{১৯১০} পাহাড়ে (এমন) এক গাছ জন্মায়, যা থেকে তেল ও আহারকারীদের জন্য প্রচুর আচার ও চাটনী উৎপাদিত হয়।

২২। ^১আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মাঝে এক শিক্ষা রয়েছে। এগুলোর পেটে যা আছে তা থেকে আমরা তোমাদের পান করাই। (এ ছাড়াও) এগুলোতে তোমাদের জন্য আরো অনেক^{১৯১১} উপকার রয়েছে এবং এগুলোর কোন কোনটি তোমরা খেয়েও থাক

^১ [২৩] ২৩। এবং ^১এগুলোতে আর নৌযানেও তোমাদের চড়ানো হয়।

২৪। ^১আর আমরা নিশ্চয় নৃত্বকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। তখন সে বলেছিল, ‘হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’

★ ২৫। ^১এতে তার জাতির যেসব প্রধান অস্বীকার করেছিল তারা বললো, ‘সেতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়^{১৯১২}। সে তোমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে চায়। আর ^১আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি ফিরিশ্তা অবর্তীণ করতেন। আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে একপ (কিছুই) শুনিনি।

দেখুন : ক. ৬১১৪৩; ১৬৯৬; ৩৬৪৭২-৭৩; ৪০৪৮০-৮১ খ. ১৬৪৮-৯; ৩৬৪৪২-৪৩; ৪৩৪১৩ গ. ৭৪৬০; ১১৪২৬; ৭১৪২ ঘ. ৭৪৬১; ১১৪২৮; ১৭৪৯৫; ৩৪৪৪৪ ঙ. ১৭৯৯৬।

১৯৮৯। কীরুপে আল্লাহ তাআলা মানবের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন তার এক দৃষ্টান্ত তফসীরাধীন আয়াতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সকল জীবন পানির উপর নির্ভরশীল, যা বৃষ্টিরূপে এবং তুষার বা শিলারূপে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। একইভাবে ওহী-ইলহামরূপে আধ্যাত্মিক বারি বর্ষিত হয় যা ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন বাঁচতে পারে না।

১৯৯০। ‘সিনাই পাহাড়’ শব্দটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় বাইবেলের মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি—‘সদা প্রভু সিনাই হইতে আসিলেন, সেয়ার হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, পারাণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, এবং তিনি দশ হাজার পবিত্র সঙ্গীসহ আসিলেন, তাহাদের জন্য তাহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল’ (দ্বিতীয় বিবরণ-৩০:২; এইচ এফ প্রেস কোট প্রণীত ‘ওয়ানস টু সিনাই’ দ্রষ্টব্য)।

১৯৯১। ‘ইবরাহ’ (শিক্ষণীয় বিষয়) অর্থ যখন কেউ অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে পৌছে (লেইন)। শব্দটি ইলিয়ের অগোচরে ঘটিত প্রক্রিয়ার প্রতি পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য এবং এস্তলে গৃহপালিত পশুর পেটের মধ্যে সংঘটিত প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। তাদের ভক্ষিত ঘাস-পাতাকে সুস্বাদু দুঁপ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে একজন মানুষ আল্লাহ তাআলার মহান শক্তি সম্পর্কে এবং ঐশ্বী নিয়মের ক্রিয়াশীলতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে উপলক্ষ্য করার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে।

১৯৯২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيِّنَاءَ
تَثْبَتُ إِلَى الْدُّهْنِ وَصَبْغٍ لِلأَكْلِينَ^{১১}

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِزَّةٌ دُنْسَقِيْكُمْ
وَمَمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَاكِفُمْ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^{১২}

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِكِ تُحَمَّلُونَ^{১৩}

وَلَقَدْ أَرَسْلَنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقُولُمْ أَعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ وَمَنْ إِلَّا
غَيْرُهُ، أَفَلَا تَتَسْقُونَ^{১৪}

فَقَالَ الْمَلَوْأُ الْذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مَنْكُمْ يُرِيدُ
أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْنِكُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا تَرَأَ
مَلِئَكَةً جَنَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَا
الْأَوَّلِيْنَ^{১৫}

২৬। ۴-সে তো কেবল একটি মানুষ যাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। সুতরাং তার (পরিণতির) জন্য তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

২৭। ۴-সে (অর্থাৎ নৃহ) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য কর। কেননা এরা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্য দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

২৮। অতএব আমরা তার প্রতি (এই বলে) ওহী করলাম, 'আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা তৈরী কর।' ۵-এরপর আমাদের আদেশ যখন এসে যাবে এবং (ভূ-পৃষ্ঠে পানির) উৎসসমূহ প্রবল বেগে নির্গত হবে তখন তুমি এ (নৌকায়) প্রত্যেক (প্রয়োজনীয় প্রাণী) থেকে জোড়া জোড়া তুলে নিও এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও (তুলে নিও), কেবল তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে (আগেই) সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আর যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার সাথে কোন কথা বলো না। নিশ্চয় তাদের ডুবিয়ে দেয়া হবে।^{১৯৩}

২৯। ۵-এরপর তুমি ও তোমার সাথীরা যখন নৌকায় উঠে বসবে তখন বলো, 'সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি অত্যাচারী জাতির (কবল) থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন।'

৩০। আর বলো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবতরণ করাও এক বরকতপূর্ণ অবতরণস্থলে এবং তুমি অবতারণকারীদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।'

৩১। ۶-নিশ্চয় এতে রয়েছে নির্দশনাবলী। আর আমরা অবশ্যই সবসময় (মানুষের) পরীক্ষা নিয়ে থাকি।

৩২। ۷-তাদের পরে পরবর্তীতে আমরা অন্য এক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।^{১৯৪}

দেখুন : ক. ৫৪:১০ খ. ২৬:১১৮-১১৯; ৫৪:১১ গ. ১১:৩৮ ঘ. ১১:৪১; ৫৪:১৩-১৪; ঙ. ১১:৪২; ৪৩:১৪ চ. ১১:৪৯ ছ. ২৯:১৬ জ. ২৩:৪৩; ২৫:৩৯।

১৯৯২। অবিশ্বাসীরা নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতায় ভুগে থাকে। ফলে তারা আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট নবীগণকে এই বলে প্রত্যাখান করে যে 'সেতো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়'। কাফিররা এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে না। প্রসঙ্গতমে এই আয়াতের অস্তরিন্দিত অর্থ প্রকাশ করে, স্মরণাত্তিত কাল থেকে ফিরিশ্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করা হতো। হ্যরত মূহ (আঃ) এর যুগেও বিরুদ্ধবাদীরা তাদের উপর ফিরিশ্তা অবর্তীন করে দেখাবার জন্য নৃহ (আঃ)কে আহবান জানিয়েছিল।

إِنْ هُوَ لَا رَجُلٌ إِهْ جَنَّةَ فَتَرَبَّصُوا بِهِ
حَتَّىٰ حَيْنِ^(১৪)

قَالَ رَبِّ اثْصَرْنِي بِمَا كَذَّبْتُونِ^(১৫)

فَأَوْحَيْنَا لَيْلَهُ أَنِ اضْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحْيَنَا فَيَادَاجَاءَ آمِنُنَا وَفَارَ التَّنْتُورُ
فَاسْلُكْ رِفَيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَآهَلَكَ لَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ جَوَلْتُخَابِنِي فِي الْزَّيْنَ ظَلَمُوا
إِنَّهُمْ مُغَرَّقُونَ^(১৬)

فَإِذَا اشْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى
الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا
مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ^(১৭)

وَقُلْ رَبِّي أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُبَرَّكًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْمُنْزَلِيْنَ^(১৮)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي وَلَانْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ^(১৯)

سَمَّ آنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قَرَنَا أَخْرَيْنَ^(২০)

৩৩। আর আমরা তাদের মাঝেও তাদেরই মধ্য থেকে এক
২
[১০] রসূল পাঠিয়েছিলাম। (সে বলতো,) 'তোমরা আল্লাহর
ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য
২ নেই। অতএব তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করবে না?'

৩৪। আর এ (নুতন রসূলের) জাতির সেসব প্রধান, যারা
অস্বীকার করেছিল এবং পরকালে (আল্লাহর সাথে) সাক্ষাতকে
প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং এ পার্থিব জীবনে ^৪আমরা যাদের
স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলাম তারা বলেছিল, 'এতো কেবল
তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমরা যা খাও ^৫সেও তা-ই
খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তা-ই পান করে।

৩৫। ^৬আর তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের
আনুগত্য করলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩৬। ^৭সে কি তোমাদের এ প্রতিশ্রুতি দেয়, তোমরা যখন
মারা যাবে এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হবে তখন নিশ্চয়
তোমাদের (জীবিত করে) বের করা হবে?

৩৭। ^৮তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা (সত্য থেকে)
দূরে, বহু দূরে।^৯

★ ৩৮। ^{১০}একমাত্র এখানেই আমরা জীবন যাপন করি। এখানেই
আমরা মারা যাই এবং (এখানেই) বেঁচে থাকি। আর আমাদের
কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না।

৩৯। এ এমনই এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে
বলেছে এবং আমরা কখনো তার প্রতি ঈমান আনবো না।'

৪০। সে (অর্থাৎ রসূল) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক!
তুমি আমাকে সাহায্য কর। কেননা এরা আমাকে মিথ্যাবাদী
আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

দেখুন ৪ ক. ১৭৪১৭ খ. ২১৪৯; ২৫৪৮ গ. ২৩৪৪৮ ঘ. ১৭৪৫০; ৩৮৪৭৯; ৫০৪৪ ঙ. ৫০৪৪ চ. ৬৪৩০; ১৯৪৬৭; ৩৬৪৭৯; ৪৪৪৩৬; ৪৫৪২৫।
১৯৪৩। ১৩১৫ ও ১৩১৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৪৪। 'অন্য এক প্রজন্য' দ্বারা হয়রত হুদ (আঃ) এর জাতি 'আদ'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তফসীরাধীন আয়াতে এবং পরবর্তী
কয়েক আয়াতে অন্য এক প্রজন্য সম্পর্কে বিশিত অবস্থাসমূহ ৭৪৬-৭০ আয়াতগুলোতে বিবৃত 'আদ' জাতির অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯৪৫। 'হায়হাতা' অর্থ কোন বিষয়কে দূরে বহু দূরে বা অস্বাভাবিক এবং হতাশাব্যঙ্গক মনে করা বুঝায়। বা 'উদা জিন্দান (এটা বা সে
বহু দূরে সরে গেল), অথবা মা আব 'আদাহ (ইহা কত দূরে), বহু বহু দূরবর্তী হওয়ার অবস্থা প্রকাশ করে (লেইন)।

فَإِذَا سَلَّمُوا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ
أَعْبُدُو إِنَّ اللَّهَ مَا كُمْ قَنْ إِلَّهٌ عَيْرُهُ، أَفَلَا يَتَّقُونَ
⑩

وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِإِلَيْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفُوهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ
يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ
⑪

وَلَئِنْ آتَيْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ لَأَنْتُمْ
إِذَا لَخِسِرُونَ
⑫

أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْمَ وَكُنْتُمْ
شَرَابًا وَعِظَامًا أَتَحْكُمْ مُحْكَمَ جُونَ
⑬

هَيَّاهَا هَيَّاهَا لِمَا تُوَعْدُونَ
⑭

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَا تَنْبَأَنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَتَحْيَا وَمَا تَحْنَ بِمَبْعُوثِينَ
⑮

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَمَا تَخْنَ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ
⑯

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ
⑰

৪১। তিনি বললেন, ‘অচিরে তারা অবশ্যই আনতঙ্গ হবে।’

৪২। ^১অতএব এক বিকট শব্দের (আয়াব) ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের আঘাত হানলো এবং আমরা তাদেরকে খড়কুটায়^{১৯৯৬} পরিণত করে দিলাম। সুতরাং যালেম জাতির ওপর অভিসম্পত্ত^{১৯৯৭}!

৪৩। ^২এরপর আমরা তাদের পরে অন্যান্য যুগের লোকদের সৃষ্টি করেছি।

৪৪। ^৩কোন জাতি তাদের নির্ধারিত মেয়াদকাল অতিক্রম করতে পারে না এবং (এ থেকে) পিছনেও রয়ে যেতে পারে না^{১৯৯৮}।

৪৫। এরপর আমরা একের পর এক আমাদের রসূল পাঠিয়েছিলাম। ^৪কোন জাতির কাছে যখনই তাদের রসূল আসতো তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতো। অতএব আমরা তাদেরকে একের পর এক (ধর্মসের মুখে) ঠেলে দিলাম এবং আমরা তাদেরকে (অতীতের) কাহিনীতে^{১৯৯৯} পরিণত করে দিলাম। সুতরাং যারা ঈমান আনে না সেই জাতির ওপর অভিসম্পত্ত!

৪৬। এরপর ^৫আমরা মুসা ও তার ভাই হারুনকে আমাদের নির্দশনাবলী এবং সুম্পষ্ট (ও) অকাট্য প্রমাণসহ পাঠালাম

৪৭। ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করলো। আর তারা ছিল এক উদ্বিত্ত জাতি।

৪৮। তখন তারা বললো, ‘আমরা কি আমাদেরই মত দুজন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো, অথচ এ দুজনের জাতি আমাদেরই দাস?’

দেখুন : ক. ৭৯৯২; ১১৫৬ খ. ২৩৬৩২ গ. ১৫৪৬ ঘ. ২৪৮৮; ৩৬৬১ ঙ. ২০৪৩০।

১৯৯৬। ‘গুসাআন’ শব্দের অর্থ প্রবল খরস্ত্রোতের উপরিভাগে ফেনিয়ে উঠা বহনকৃত পচা বৃক্ষ-পত্রদি এবং পরিত্যক্ত ময়লা ও আর্বজনা। ‘গুসাআন-নাস’ এর অর্থ, মানুষের মধ্যে হীন, অপবিত্র ও ঘৃণ্য এবং পরিত্যক্তদেরকে বুঝায়(লেইন)।

১৯৯৭। ‘বোদ’ শব্দের অর্থ অভিসম্পত্ত, সর্বনাশ বা মৃত্যু, ধর্মসের অভিশাপ ইত্যাদি (লেইন)।

১৯৯৮। কোন জাতি বা মানব-গোষ্ঠী তাদের জন্য নির্ধারিত নিয়মকে ব্যর্থ করতে পারে না এবং প্রেরিত নবীগণকে প্রত্যাখান করলে কখনো শাস্তি থেকে রেহাই পায় না। তবে অবিশ্বাসীদের উপর শাস্তি প্রয়োগের সময় ও প্রকৃতি আল্লাহ তালাহ নির্ধারণ করে থাকেন।

১৯৯৯। তারা এমন মারাত্মকভাবে ধর্মস্থাপ্ত হয়েছিল যে তাদের পরবর্তী মানব-গোষ্ঠী তাদের সম্বন্ধে বলাবলি করতো, অমুক জাতি একদা এ পৃথিবীতে বাস করতো, এখন তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী নেই।

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِبِّحُنَّ ثُمَّ مِنْ

فَاخَذَهُمُ الظَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ
غُثَاءً وَفَبْعَدَ إِلَيْلَقَوْمَ الظَّلِيمِينَ

شَمَّ آنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا
أَخْرِيَنَ

مَا تَشِيقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا
يَسْتَأْخِرُونَ

شَمَّ آزَسْلَنَا رُسْلَنَا تَشَرَّأْدَ كُلَّمَا جَاءَ
أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا
بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
فَبَعْدَ إِلَقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ

شَمَّ آزَسْلَنَا مُوسَى وَآخَاهُ هَرُونَ لَا
يَا يَتَّسْتَأْخِرُونَ وَسُلْطَنٍ مُّنِينِ

إِلَيْ فِرَعَوْنَ وَمَلَائِكَهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ
كَانُوا قَوْمًا عَالِيَّنَ

فَقَالُوا آتُونَا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ
قَوْمُهُمَا لَنَا غِيْرُونَ

৪৯। এতএব তাদের উভয়কে তারা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে তারা নিজেরাই ধৰ্সন্থান্দের অন্তর্গত হয়ে গেল।

৫০। কার নিশ্চয় আমরা মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম যেন তারা হেদায়াত পায়।

★ ৫১। আর মরিয়মের পুত্র ও তার মাকে আমরা এক নির্দশন বানিয়েছিলাম। আর আমরা তাদের দুজনকে উদ্ধার করে [১৮] নিরাপদ ও বরণাবহুল এক উঁচু জায়গায় (পৌছাতে সাহায্য করেছিলাম) ২০০০।

দেখুন ৪ ক. ২৯৮৮; ১৭৪৩; ৩২৪২৪; ৪০৪৫৪।

২০০০। যেহেতু ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু তাঁর জন্মের মতই বিতর্কিত বিষয় হয়ে রয়েছে এবং কৌথায় এবং কীভাবে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি অতিবাহিত করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বিভাস্তি এবং সন্দেহ বিদ্যমান এবং যেহেতু তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিভাস্তিকর এই ধর্মীয় প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে কিছু ব্যাখ্যার দাবী রাখে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রমাণিত সত্যতার নতুন সংযোজনসহ কুরআন মজীদ এবং বাইবেল এই মতের প্রতি অত্যন্ত জোরালো সমর্থন দান করে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেননি। এই যুক্তি নিম্নবর্ণিত বিশ্লেষণে সমর্থিত এবং সাব্যস্তঃ:

(১) কৃশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ যিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তাঁর রচিত “ঈসার অজানা জীবন” (দি আনন্দন লাইফ অব জিসাস) গ্রন্থে লিখেছেন, ঈসা (আঃ) কাশীরে এবং আফগানিস্তানে এসেছিলেন। নিকোলাস নটোভিচ যখন কাশীর পরিভ্রমণে আসেন সেই সময়ে কাশীরের মহারাজার কোটে কার্যরত বৃটিশ নাগরিক স্যার ফ্রানসিস ইয়ং হাসব্যাড (Sir Francis younghusband) এর সঙ্গে যজিলা গিরিপথের নিকট তার সাক্ষাৎ হয়। ঈসা (আঃ) এর প্রাচ্য ভ্রমণ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা নটোভিচ-প্রণীত পুস্তকের জোরালো সমর্থন দান করে। অধ্যাপক নিকোলাস রোয়েরিক তাঁর রচিত “হার্ট অব এশিয়া” (Heart of Asia) পুস্তকে লিখেছেন, আমরা সর্বথম শ্রীনগরে এসে খৃষ্টের সেইস্থানে আগমনের কৌতুহলপূর্ণ লোক কাহিনীর সম্মুখীন হলাম। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম কীরক্ষে ব্যাপকভাবে ভারতের লাদাখ এবং মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলোতে যৌশ খৃষ্টের আগমনের গল্প-কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। মধ্য এশিয়ার সর্বত্র, কাশীর, লাদাখ, তিব্বত এবং আরো উত্তরাঞ্চলে এই দৃঢ়-বিশ্বাস বিদ্যমান যে যিশু এই সকল অঞ্চলে আগমন করেছিলেন” (প্রিস্পেস অব ওয়ালড ইষ্টেরী : পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু)

কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তি নটোভিচের গ্রন্থের কিছু কিছু অস্পষ্ট ঘটনাবলীর আশ্রয় নিয়েছিলেন এই বলে যে ঈসা (আঃ) প্রাচ্যে আগমন করেছিলেন নবুওয়তের দাবীর পূর্বে, পরে নয়। কিন্তু যেমন বলা হয়েছে ঈসা (আঃ) যখন মাত্র ১৩/১৪ বৎসর বয়সের বালক ছিলেন তখন তিনি হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। সেই বয়সে তিনি এত দূরদেশে কষ্টকর ও দীর্ঘ যাত্রার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না এবং দুর্গম পথে-প্রাপ্তির পথে তিনি নিজেকে প্রাণঘাতী বিপদের সম্মুখে ঠেলে দিতে পারতেন না। মোটকথা, ঈসা (আঃ) এর এরূপ অল্প বয়সে ভারতবর্ষে আসার কি এমন আকর্ষণ বা উদ্দেশ্য ছিল? সেই সময় তিনি যদি আদৌ ভারতবর্ষে এসে থাকতেন তাহলে সেক্ষেত্রে ভারত ও কাশীরের অধিবাসীদের এমন কি স্বার্থ ছিল, যে কারণে ১৩/১৪ বৎসর বয়সের এক বালকের কর্মকাণ্ড, ইতস্তত ঘুরে বেড়াবার কাহিনী প্রচার ও লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল? ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক প্রকৃত ঘটনা হলো, ইহুদীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার পর এবং প্যালেষ্টাইনেই তাঁর জীবন বিপজ্জনক হয়ে উঠবার পর ঈসা (আঃ) সেই দেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং প্রাচীন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ‘হারিয়ে যাওয়া ইসরাইলের দশটি গোত্র’কে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে ঈসা (আঃ) ভারত ও কাশীরে এই দীর্ঘ ও বিপদ-সংকুল সফর করেছিলেন এবং একক্ষণ্যে কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত ঘটনাবহুল জীবন-যাপন করেছিলেন (কঙ্গল উমাল, খণ্ড ৬ষ্ঠ খন্দ)। এভাবে সেই সময়ে তাঁর কর্মজীবনের ঘটনাসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আসিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসী ইহুদীদেরকে সর্বদিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে এই সকল ইসরাইলী হারানো গোত্রগুলো ইরাক এবং ইরানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীকালে দরিউস এবং সাইরাসের রাজত্বকালে ইরানীরা যখন তাদের রাজ্য আরো পূর্বদিকে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল তখন এই গোত্রগুলো স্বদেশ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে ঐ সকল দেশে এসেছিল।

(২) কাশীরের অধিবাসীরা এবং আফগানরা ‘হারানো ইসরাইলীগণের’ বংশধর। এ দুটি জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং লিখিত দলীল-প্রমাণ এর বাস্তব সাক্ষী। তাদের শহর এবং উপ জাতিগুলোর নাম, তাদের চাল-চলন, জীবন-যাপনের রীতি-নীতি, আকৃতি-প্রকৃতি এবং টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَكَذِّبُوهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْمُمْلَكِينَ

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْحَكِيمَ
عَلَيْهِ مُؤْمِنُونَ

وَجَعَلْنَا أَبَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً أَيَّةً
أَوْيَنْهُمَا إِلَى رَبِّوَةٍ دَّاَتْ قَرَادُونَ
مَعِيلِينَ

৫২। হে রসূলরা! ক্ষেত্রে বস্তুসমূহ^{২০০১} থেকে খাও এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা-ই কর আমি নিশ্চয় তা উত্তমভাবে জানি।

يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّنَا مِنَ الطَّيِّبِاتِ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا دِرْئِي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلَيْهِمْ

দেখুন ৪ ক. ৭৪৩৩

আচার-আচরণ, তাদের পোষাক-পরিছদ এবং দৈহিক গঠন ইত্যাদি সমস্তই ইহুদীদের সামগ্র্য বহন করে। তাদের পূরাতাত্ত্বিক নির্দেশনাবলী এবং প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি এই ধারণার সমর্থন করে। তাদের লোক-কাহিনী ইহুদী ঐতিহ্যপূর্ণ। কাশীর নামটিও প্রকৃত পক্ষে 'কাশির' যার অর্থ 'সিরিয়ার মত' অথবা মনে হয় নহ (আঃ) এর প্রৌত্র 'কাশ বা কুশ' এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলী এই মতেরই নিশ্চিত সমর্থন দান করে, কাশীর ও আফগানিস্তানের অধিবাসীর অধিকাংশই 'ইসরাইলী দশটি হারানো গোত্র' এর বংশধর।

(৩) এই সমস্ত প্রায়াধিক তথ্যের সুম্পষ্ট সাক্ষ্য এই বাস্তব সত্যিই প্রতিষ্ঠিত করে, ঈসা (আঃ) নিশ্চয় কাশীরে আগমন করেছিলেন এবং কাশীরের অধিবাসীরা ইসরাইলী 'হারানো দশটি গোত্রে' বংশধর। কিন্তু তাঁর কাশীরে আগমন, তথায় বসবাস এবং সেখানেই পরলোকগমন করার প্রধান ও অকাট্য প্রমাণ হলো, কাশীরের শ্রীনগর শহরের খানইয়ার স্তোত্রে রয়েছে তাঁর সমাধি-সৌধ, যা আজও বিশ্বের বড় বড় পর্যটক, পভিত এবং খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিতেই তীর্থস্থান এবং দর্শন-কেন্দ্রস্থলে পরিগণিত। রওয়াবল নামে খ্যাত এ স্থৃত সৌধ 'ইউস-আসফ' এর কবর, নবী সাহেবের কবর, সাহেবযাদা নবীর কবর এবং এমনকি ঈসা সাহেবের কবর, এরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত। সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক প্রথানুযায়ী ১৯০০ বছরের অধিক পূর্বে এই ইউস আসফ কাশীর আগমন করেছিলেন এবং উপদেশমূলক গল্প বা রূপকের ভাষায় প্রচার কার্য করেছিলেন এবং এইরূপ বহু রূপকের উল্লেখ ইঞ্জিলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইতিহাসের কোন কোন প্রাচুর্যে তিনি নবী বলে বর্ণিত হয়েছেন। অধিকত্তু 'ইউস-আসফ' বাইবেলে উল্লেখিত একটি নাম যার মর্ম 'ইয়াসু', অর্থ যে খুঁজে খুঁজে একত্রিত করে। এটি হ্যারত ঈসা (আঃ) এর বর্ণনামূলক নাম। কেননা ইসরাইলের হারানো গোত্রগুলোকে খুঁজে প্রভুর আনুগত্যে একত্রিত করাই ঈসা (আঃ) এর মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, যেমন তিনি বলেছিলেন, "আমার আরো মেষ আছে। সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়। তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে। এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল ও এক পালক হইবে" (যোহন-১০৪১৬)

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক উন্নতিসমূহ এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে :

"এই সমাধি কোন নবীর বলিয়া পরিচিত। তিনি একজন রাজকুমার ছিলেন যিনি অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং কাশীরের অধিবাসীদের নিকট প্রচার করিতেন। তাঁহার নাম ছিল 'ইউস আসফ' (Yuz Asaf)" (তারিখে আজমী পৃষ্ঠা ৮২-৮৫)। 'ইউস আসফ' বিভিন্ন ভূখণ্ডে যুরিয়া ফিরিয়া কাশীর বলিয়া কথিত দেশটিতে পৌছিয়াছিলেন। তিনি এ স্থানের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেই দেশেই বাস করিয়াছিলেন (ইকমালুউদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৫৯) আমি শুনিয়াছি যে, কাশীরের লোক-কাহিনীতে এক নবীর উল্লেখ রহিয়াছে যিনি সেখানে বাস করিতেন এবং ছোট ছোট কাহিনীর দ্বারা রূপকের ভাষায় শিক্ষা দিতেন, ঈসা (আঃ) যেরূপ করিতেন। সেগুলো এখনো কাশীরে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে (John Noel's article in Asia Oct. 1930)..... অতএব ঈসা (আঃ) এর ভারতবর্ষে পালাইয়া আসা এবং শ্রীনগরে পরলোক গমন করা বিচার-বুদ্ধিপূর্ণ যুক্তিতে এবং ঐতিহাসিক মতে সত্যের বিরুদ্ধে যায় না (তফসীর আল মানার, ৬ষ্ঠ খন্দ)।

যাহোক এই বিষয়ে ভালভাবে আলোচনা করার জন্য প্রতিশ্ৰুত মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ পাঠ করুন। সুপ্রসিদ্ধ 'Naszarene Gospel Restored' প্রস্তুতান্বক দেখুন, যার প্রণেতা লিখেছেন, 'যদিও সরকারীভাবে ৩০ খ্রিস্টাব্দে হ্যারত ঈসা (আঃ)কে ঝুশিবিদ্ধ করা হয়েছিল, তথাপি তাঁহাকে কবর হইতে পুনর্বার উঠাইবার ২০ বৎসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।'

ক্রুশে অভিশঙ্গ মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতা যে স্থানে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেছিলেন এবং চিরস্থায়ী বিশ্বাস প্রাপ্ত করেছিলেন সেই স্থান সম্বন্ধে কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে উপত্যকায় এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম যা বসবাসের যোগ্য এবং বাণী বিদ্যোত্ত ছিল।' এটি প্রাকৃতিক শোভাময় কাশীর উপত্যকার এক যথাযথ বর্ণনা। নিকোলাস নাটোভিচও কাশীরকে চিরস্থায়ী স্বর্গসুখের উপত্যকারপে আখ্যায়িত করেছেন।

২০০১। একজন মানুষ যে খাদ্য প্রাপ্ত করে থাকে এবং তার যে ভাল-মন্দ কর্ম-এই দুয়ের মধ্যে যে এক গভীর ও সুস্পষ্টসম্পর্ক বিদ্যমান-এই বাস্তব সত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশ স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ইসলাম ১৪০০ বৎসর পূর্বেই খাদ্য সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী প্রদান করেছিল যা ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। এই বিষয়ে উপস্থাপিত ইসলামের মৌল-নীতি হলো, যেহেতু তাঁর সকল প্রাকৃতিক সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি অবশ্যই বিকশিত করতে হবে, তাই তাঁর দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনিষ্টকর ছাড়া সকল প্রকার খাদ্য খেকেই অংশ প্রাপ্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশুদ্ধ ও ভাল খাদ্যের ব্যবহারে সুস্থ মানসিক অবস্থার জন্য হয়, যা সৎ এবং সুকর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে।

★ ৫৩। আর (জেনে রাখ) তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়^{২০০২}। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা (কেবল) আমাকেই ভয় কর।

★ ৫৪। কিন্তু তারা তাদের মাঝে নিজেদের বিষয়কে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করে ফেলেছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে অহংকার করছে^{২০০৩}।

৫৫। অতএব খৃষ্টুমি তাদেরকে তাদের অঙ্গতায় কিছুকালের জন্য পড়ে থাকতে দাও।

৫৬। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে আমরা যে তাদের সাহায্য করি তাতে কি তারা মনে করে,

৫৭। আমরা কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? কখনো না, বরং তারা মোটেও উপলব্ধি করতে পারছে না^{২০০৪}।

★ ৫৮। নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ভয়ে (পাপ থেকে বঁচার জন্য) সব সময় সতর্ক থাকে

৫৯। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দশনাবলীর প্রতি ঈমান আনে

৬০। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের শরীক সাব্যস্ত করে না

৬১। এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নিশ্চয় ফিরে যাবে বলে যাতারা তাদের হন্দয় ভীত থাকা অবস্থায় (আল্লাহর দেয়া ধনসম্পদ থেকে সাহায্য লাভের যোগ্য লোকদের) দিয়ে থাকে,

৬২। এরাই ভাল কাজে দ্রুত এগিয়ে যায় এবং এতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়।

দেখুন ৪ ক. ২১:৯৩ খ. ৭০:৪৩; ৭৩:১২ গ. ৭৯:৪১ ঘ. ২২:৩৬।

২০০২। আল্লাহ তাআলার সকল নবী-রসূল একই আত্ম গঠন করেছিলেন। কারণ তাঁরা একই ঐশ্বী উৎস থেকে এসেছিলেন এবং তাঁদের শিক্ষাসমূহ কমবেশী একইরূপ ছিল। তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন- পৃথিবীতে আল্লাহর তৌহাদ এবং মানবের এক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা।

২০০৩। নবীর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুসারীরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে মতভেদ আরঞ্জ করে এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দলই মনে করে তারাই নবীর সত্য অনুসারী এবং অন্যান্যরা ভাস্ত।

২০০৪। মানব-প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে সে স্বগোত্রের ক্ষমতা, মর্যাদা এবং সম্পদের প্রাচুর্যকে কৃতকার্যতার মাপকার্তি বলে গণ্য করে থাকে এবং এইগুলোকে আল্লাহ তাআলার সাহায্য সহায়তা পাওয়ারও মানদণ্ডনপে মনে করে। এই সাধারণ ভাস্তি তফসীরাবীন এবং পূর্ববর্তী আয়াতে দূর করে দেয়া হয়েছে।

وَإِنْ هُذَا أَمْتُكْمَأْمَةً وَاحِدَةً
آتَاهُنَّ بِكُمْ قَاتَقْنُون^{৩৩}

فَتَقْطَعُوا آمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلُّ جِزْءٍ بِمَا كَانَ يَهْمَقِرْحُون^{৩৪}

فَذَرْهُمْ فِي عَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ^{৩৫}

آيَحَسْبُونَ أَنَّمَا نِمْدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ
وَبَنِينَ^{৩৬}

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، بَلْ لَا
يَشْعُرُونَ^{৩৭}

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ قِنْ خَشِيتُهُ رَبِّهِمْ
مُّشْفِقُونَ^{৩৮}

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ^{৩৯}

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ^{৪০}

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَنْتُوا وَقُلُوبُهُمْ
وَجْلَهَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ لَمْ يَعُونَ^{৪১}

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ
لَهَا سِيقُونَ^{৪২}

৬৩। আর ^كআমরা প্রত্যেকের ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব ন্যস্ত করিঃ^{১০০৫}। ^كআর আমাদের কাছে এক কিতাব আছে যা সত্য বলে^{১০০৬} এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

৬৪। আসলে ^كতাদের হৃদয় এ (কুরআন) থেকে উদাসীন। আর এ ছাড়াও তাদের আরো অনেক (মন্দ) কর্ম রয়েছে, যা তারা করে চলেছে।

৬৫। অবশ্যে ^كআমরা যখন তাদের সচ্ছল লোকদেরকে আয়াবের মাধ্যমে ধরে ফেলি তারা তৎক্ষণাত (সাহায্যের জন্য) চিৎকার করতে থাকে।

৬৬। (আমরা তখন বলি,) ^كআজ তোমরা (সাহায্যের জন্য) চিৎকার করো না। আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কথনে সাহায্য করা হবে না।

৬৭। নিশ্চয় ^كআমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে পড়ে শুনানো হতো। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে চলে যেতে

৬৮। অহংকারভরে^{১০০৭} (এবং) এ ব্যাপারে তোমরা রাতে আসর বসিয়ে ^كঅহেতুক কথবার্তা বলতে।

৬৯। অতএব এরা কি এ বাণী (অর্থাৎ কুরআন) সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেনি অথবা এদের কাছে কি এরূপ কোন (প্রতিশ্রূতি) এসেছে যা এদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?

৭০। অথবা এরা কি এদের রসূলকে^{১০০৮} চিনেনি, যে জন্য এরা তার অঙ্গীকারকারী হয়ে গেল?

দেখুন ৪ ক. ২৪৮৭; ৭৪৩ খ. ১৭১৪-১৫; ৪৫৩০; ৬৯৪২০ গ. ২১৪৪ ঘ. ১০৪২০; ১৬৫৪; ৩০৪৩৪; ৩৯৯ ঙ. ২১৪১৪ চ. ২২৪৭৩; ৩৯৪৬ ছ. ৮৩৪১৪।

২০০৫। মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে এরূপ নীতিনিয়ম স্থাপন করেছেন যা তার দক্ষতা ও কর্মশক্তির অন্তর্ভুক্ত। সকল অবস্থা, পরিস্থিতি, মেয়াজ ও প্রকৃতির জন্য এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০০৬। এই আয়াতগুলোর মর্ম এরূপও হতে পারে, কুরআনের শিক্ষা জ্ঞান-ভিত্তিক এবং সর্বপ্রকার অবস্থা ও পরিস্থিতিতে যথার্থ এবং বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির লোকের জন্য যথাযোগ্য, তদুপরি জ্ঞান, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের সাথে সংগতি-পূর্ণ। এটাই 'ইয়ানতিকু বিল হাক' অর্থাৎ 'যা সত্য বলে' উক্তির মর্মার্থ।

২০০৭। 'মুস্তাকবিরীন' শব্দ দ্বারা এরূপও বুঝায়, কুরআনের মত বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ওহী দুর্বল মানুষের উপর অর্পণ করার মত নয় বলে অবিশ্বাসীরা মনে করে, অথবা এরূপ বুঝায় যে কাফিররা যখন কুরআন তেলাওয়াত শুনে তখন তারা অহংকার করে অবাধ্য হয়ে ফিরে যায়।

২০০৮। এই আয়াতে হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর বিরঞ্জবাদীদের বিবেকের নিকট এক মর্মস্পর্শী আবেদন রাখা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, আঁ হ্যরত (সাঃ) এর জীবন তাদের সম্মুখে এক খোলা-গ্রান্থের মত বিরাজ করছে। তারা তাঁর সকল স্তরের সঙ্গে সুপরিচিত।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَا إِنْ كَلَّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا
كِتَبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا
يُظْلَمُونَ^{১১}

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا
لَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذِلِّكَ هُمْ كَمَا
عَمِلُونَ^{১২}

حَتَّىٰ إِذَا أَخْذَنَا مُثْرِفِيهِمْ بِالْعَذَابِ
إِذَا أَهْمَمْ يَجْزِئُونَ^{১৩}

لَا تَجْزِئُوا الْيَوْمَ تِنْكِفُمْ مَنْ
تُنَصَّرُونَ^{১৪}

قَدْ كَانَتْ أَيْقِنِي شُفْلٌ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
عَلَّ أَغْنَاكُمْ تَنْكِصُونَ^{১৫}

مُشْتَكِيرِينَ تُبْهِ سِرِّيَّا تَهْجُرُونَ^{১৬}

آفَلَمْ يَذَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا
لَمْ يَأْتِ أَبْيَاهُمْ أَوْ لَيْلَيْنَ^{১৭}

آمَ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ
مُنْكِرُونَ^{১৮}

৭১। অথবা ৰে এরা কি বলে, 'তাকে পাগলামিতে পেয়েছে?' কখনো না, বরং সে এদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে। আর এদের অধিকাংশ সত্যকে অপচন্দ করে।

★ ৭২। আর সত্য যদি এদের কামনাবাসনার অনুসরণ করতো তাহলে আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যা-ই আছে (সবই) বিশ্বখল হয়ে পড়তো। আসলে ৰামরা এদের কাছে এদের উপদেশবাণী নিয়ে এসেছি। কিন্তু (এখন) এরা নিজেদের উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছে।

৭৩। ৰাম কি এদের কাছে কোন প্রতিদান চাও^{১০০৯}? অতএব (এরা স্মরণ রাখুক) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দান অতি উত্তম। আর তিনি রিয়্কদাতাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।

৭৪। আর নিশ্চয় সরলসুদৃঢ় পথের দিকে তুমি এদের ডাকছ।

৭৫। আর নিশ্চয় যারা পরকালে ঈমান আনে না তারা সরলসুদৃঢ় পথ থেকে অবশ্যই সরে যাবে।

৭৬। ৰাম আমরা যদি তাদের প্রতি দয়া করতাম এবং যে দুঃখকষ্টে তারা রয়েছে তা দূর করে দিতাম তবুও তারা অবশ্যই তাদের ঔদ্দত্যে দিশেহারা থাকতো।

৭৭। ৰাম নিশ্চয় আমরা আযাবের মাধ্যমে তাদের ধরে ফেলেছি, তবুও তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে বিনয় অবলম্বন করেনি এবং তারা আকৃতিমিনতিও করেনি।

৭৮। ৰাম আযাবের যখন তাদের জন্য এক কঠোর [২৭] আযাবের দুয়ার খুলে দিলাম তখন তারা এতে একেবারে হতাশ হয়ে গেল^{১০১০}।

দেখুন ১. ক. ৭১৮৫; ৩৪৪৭ খ. ২১৩ গ. ৫২৪১; ৬৪৪৭ ঘ. ৭১৩৬; ৪৩৪৫ ঙ. ৬৪৪ চ. ৬৪৫।

তা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। বহু বৎসর পর্যন্ত তারা তাঁকে আল আমীন ও সাধু সজ্জন বলে জানে, ন্যায়পরায়ণতা ও সদগুণাবলীর এক আদর্শ নয়নাস্তরূপ দেখেছে। কিন্তু এতদ্সন্দেশেও তারা তাঁর (আঁ হ্যরত-সাঃ) প্রতি অপবাদ দেয়ার দুঃসাহস করে। ১২৪৫ টাকা দ্রষ্টব্য।

২০০৯। আঁ হ্যরত (সাঃ) এর মেহশীল চাচা আবু তালেব প্রতিমা উপাসকদের সঙ্গে আপোষ করে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে প্রচার না করার জন্য নবী করীম (সাঃ) এর নিকট প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উভরে আঁ হ্যরত (সাঃ) যা বলেছিলেন তা-ই তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিদান ইহগের প্রতি পূর্ণ অবজ্ঞার এবং তাঁর উদ্দেশ্যের সততার উত্তম সাক্ষ্য। সেই অবিস্মরণীয় জবাবটি ছিলঃ 'যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এবং প্রতিমা উপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করতে বলে তাহলেও আমার মিশন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই প্রচেষ্টায় আমি বিলীন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না' (তাবারী, ৩য় খন্ড)।

২০১০। মানব প্রকৃতি এরূপে গঠিত, যখন আরামে ও সহজ অবস্থায় থাকে তখন সে সকল সতর্কতা পরিস্থিতির অনুকূলে ছেড়ে দেয় এবং অবাঞ্ছিত আচার-আচারণকে প্রশংস দেয়। কিন্তু যখন তার পাপকর্মসমূহ এবং দুষ্ট-বৃত্তিগুলো কুফল প্রকাশ করে তখন সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

آفِيْقُلُونَ يِهِ جِنَّةَ دَبْلَ جَارِهِمْ
بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُلِّهُونَ^{১১}

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ دَبْلَ آتِيَّهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّخْرِصُونَ^{১২}

آفِتَشَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنَ^{১৩}

وَإِنَّكَ لَتَذَغُّهُمْ إِلَى صِرَاطِ
مُّسْتَقِيمٍ^{১৪}

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاُخْرَى
عَنِ الْصِّرَاطِ لَنَا كَبُونَ^{১৫}

وَلَوْ رَجَمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ قَنْ صُرِّ
لَلْجَوْافِيْنِ طُغِيَّانِهِمْ يَعْمَمُونَ^{১৬}

وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِعَذَابٍ فَمَا اسْتَحْكَنَا
لِرِبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ^{১৭}

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا
ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيْ
مُبْلِسُونَ^{১৮}

৭৯। আর তিনিই ক্ষতোমাদের জন্য কান, চোখ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না বললেই চলে^{১০১}।

৮০। আর তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের (বীজরূপে) বগন করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের একত্র করা হবে।

৮১। আর তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। আর পালাত্রমে খ্রাত ও দিনের আগমন তাঁরই হাতে। তবুও কি তোমরা বুদ্ধিবিবেক খাটাবে না^{১০২}?

৮২। আসলে তারা তাদের পূর্ববর্তী (লোকদের) মতই কথা বলে।

৮৩। তারা বলতো, ‘আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হব তখনো কি আমাদের অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে?’

৮৪। ‘ঐর পূর্বে আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরও অবশ্যই এ প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল। এটা পূর্ববর্তীদের কিছুকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।’

৮৫। তুমি জিজেস কর, ‘তোমরা যদি জান তাহলে (বল) এ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তা কার?’

৮৬। তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহরই’। তুমি বল, ‘তাহলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?’

৮৭। তুমি (জিজেস কর), ‘সাত আকাশের প্রভু-প্রতিপালক এবং মহান ‘আরশ’ এর প্রভু কে?’

দেখুন ৪ ক. ১৬৪৭৯; ৬৭৪২৪ খ. ২৪১৬৫; ৩৪১৯১; ১০৪৭ গ. ১৭৪৯; ২৭৪৬৮; ৩৭১৭; ৫৬৪৪৮ ঘ. ২৭৪৬৯।

২০১। কৃতজ্ঞতার এক অর্থ দান বা প্রদত্ত বস্তুর সম্বন্ধবাহার (১৪৪৮)। এই আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চক্ষু, কর্ণ এবং অস্তঃকরণ দান করেছেন যাতে এগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার করে আমরা পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উপকার সাধন করি, তাঁর নির্দর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, ঈশ্বী-বাণীসমূহ শ্রবণ করি এবং সঠিক চিন্তা-ভাবনা করি।

২০১২। তফসীরাধীন আয়াত জাতির উথান-পতনের ব্যাপারটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছে। এক সময় কোন জাতি ক্ষমতা অর্জন করে এবং অগ্রগতি ও উন্নতির সূর্য তাদের উপরে দীপ্তিমান বলে প্রতিভাত হয়। আবার অন্য এক সময়ে তাদের দুর্কর্মের ফলে অধঃপতন ও ধ্রংস তাদেরকে অতর্কিতে ধরে ফেলে।

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ
وَ الْأَرْضَ وَ إِلَهَ فِيهَا مَا
تَشْكُرُونَ^(১)

وَ هُوَ الَّذِي ذَرَ أَكْمَمَ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ
تُخْشَرُونَ^(২)

وَ هُوَ الَّذِي يُبَعِّثُ وَ يُوَيْثِثُ وَ لَهُ
الْخِلَافُ الْيَلِ وَ النَّهَارُ وَ آفَلَ
تَعْقِلُونَ^(৩)

بَلْ قَاتِلُوا مِثْلَ مَا قَاتَ الْأَوْلَى^(৪)

قَاتِلُوا إِذَا امْتَنَّا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عَظَامًا
إِنَّا لَكَ بَعْدُ^(৫)

لَقَدْ وَعَدْنَاكُمْ تَحْنُنُ وَ أَبْأَوْنَا هَذَا مِنْ
قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا سَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ^(৬)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(৭)

سَيَقُولُونَ يَقُولُونَ قُلْ أَفَلَا تَرَى كَرْمُونَ^(৮)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِيعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ^(৯)

★ ৮৮। তারা বলবে, ‘(এগুলো) আল্লাহরই’। তুমি বল, ‘তাহলে তোমরা কি ত্বকওয়া অবলম্বন করবে না?’

৮৯। তুমি জিজেস কর, ‘তোমরা যদি জান (তবে বল) ক্ষতিনি কে যার হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দেন, কিন্তু যাঁর (আয়াবের) বিরুদ্ধে (কেউ) আশ্রয় দিতে পারে না?’

৯০। তারা বলবে, ‘(এসব কিছু) আল্লাহরই’। তুমি জিজেস কর, ‘তাহলে ধোকা দিয়ে তোমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?’

৯১। বরং আমরা তাদের কাছে সত্য এনেছি এবং তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

৯২। *আল্লাহ কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্যও নেই। এমনটি হলে *প্রত্যেক উপাস্য তার সৃষ্টিকে নিয়ে অবশ্যই পৃথক হয়ে যেত এবং তারা একে অন্যের ওপর অবশ্যই চড়াও হতো। তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পরিব্রহ্ম।^{১০১৩}

৯৩। ^৫যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তারা যা ^[১৫] শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।

৯৪। তুমি বল, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে (তা) আমাকে দেখিয়ে দাও (এটাই আমার মিনতি)।

৯৫। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম লোকদের অস্তর্ভুক্ত করো না^{১০১৪}।’

৯৬। আর ^৩আমরা তাদের যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা তোমাকে দেখাতে আমরা অবশ্যই সক্ষম।

দেখুন ৪ ক. ৩৬৪৮ খ. ১৮৪৫; ১৯৪৩৬; ২১৪২৭; ২৫৪৩; ৩৯৪৫; ৪৩৪৮২; ৭২৪৪ গ. ২১৪২৩; ঘ. ৬৪৭৪; ৩২৪৭; ৩৪৪৪; ৫৯৪২৩; ৬৪৪১৯ খ. ৪০৪৭৮।

২০১৩। ‘ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র’ এই মতবাদ যে অসার এবং ভ্রান্ত তা এই আয়াত অত্যন্ত কার্যকরভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এর অস্তর্নির্হিত অর্থ হলো, কাজ-কর্মে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য মানুষ পুত্রের প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পথিবীর সৃজনকারী এবং সমগ্র বিশ্বের প্রভু ও নিয়ন্ত্রণকারী সেই কারণে কোন সাহায্যকারী বা কোন পুত্রের প্রয়োজন তাঁর নেই। তুদুপরি সমগ্র বিশ্ব এক অবিচল নিয়মের অধীন এবং এই পরিকল্পনার একত্ব এর উদ্দেশ্য এবং এর পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীর একত্বকেই নির্দেশ করে। পরিচালনা ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে দৈত্য ক্ষমতা বিভাস্তি এবং বিশৃঙ্খলার ইঁথগিত বহন করে।

২০১৪। আঁ হ্যরত (সাঃ) এর মুক্তি-জীবনের শেষের দিকে এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন নবী করীম (সাঃ) এর মুক্তি ত্যাগ নিকটবর্তী হয়ে কুরায়শদের উপর ঐশী আয়াব অত্যাসন্ন হয়েছিল। তাঁকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল সেই ভৌতিক আয়াব যখন তাদেরকে (কুরায়শদেরকে) ধরে ফেলবে তখন তিনি যেন তাদের মধ্যে মুক্তি উপস্থিত না থাকেন।

سَيَقُولُونَ يَلْهِ ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ^(৩)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُكُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ
يُحِبُّ وَ لَا يُحَاجِرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ^(৪)

سَيَقُولُونَ يَلْهِ ، قُلْ فَإِنْ تُسْخِرُونَ^(৫)

بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنْمَّا لَكُذِّبُونَ^(৬)

مَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ وَلَوْلَامَةَ كَانَ مَعَهُ
مِنْ أَلْهَوْلَادُ الَّذِهَبُ كُلُّ إِلَهٌ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَنَصْفَهُمْ عَلَى بَغْضٍ ، سُبْحَنَ اللَّهِ
عَمَّا يَصِفُونَ^(৭)

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعْلَمُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ^(৮)

قُلْ رَبِّ رِبَّ إِنْ تُرِيكَيْ تَمَأْبِيُونَ^(৯)

رَبِّ فَلَمَّا تَجَعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ^(১০)

وَإِنَّا عَلَى آنِ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ
لَقَدْ رُوْدُونَ^(১১)

৯৭। যে (পছা) সবচেয়ে উত্তম^{১০১৫} কর্তৃমি তা দিয়ে মন্দকে দূর কর। তারা যা বলে বেড়ায় আমরা তা ভাল করেই জানি।

৯৮। আর তুমি বল, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি শয়তানদের সব কুপ্রোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই^{১০১৬}

৯৯। এবং হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা আমার ধারে কাছে আসুক এ থেকেও আমি তোমার আশ্রয় চাই।’

১০০। অবশ্যে তাদের মধ্য থেকে যখন কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন হয় খ্তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও।

১০১। যাতে করে আমি যে (পৃথিবী) ছেড়ে এসেছি সেখানে সৎকাজ করতে পারি।’ কখনো না! এটা তো একটা কথার কথা যা সে বলছে। ‘আর তাদের পুনরাবৃত্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত তাদের পেছনে এক প্রতিবন্ধক থাকবে^{১০১৭}।

১০২। এরপর শিঙায় খ্যখন ঝুঁকা হবে সেদিন তাদের মধ্যে আঘাতার^{১০১৮} কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা একে অন্যের অবস্থা জিঞ্জেসও করবে না।

১০৩। অতএব খ্যাদের (সৎকাজের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে।

১০৪। আর খ্যাদের (সৎকাজের) পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা জাহানামে দীর্ঘকাল থাকবে।

দেখুন ৪ ক. ১৩৪২৩; ১৬৪১২৬; ৪১৪৩৫ খ. ৩৯৪৯ গ. ২১৪৯৬; ৩৬৪৩২ ঘ. ১৮৪১০০; ৩৬৪৫২; ৫০৪১১; ৬৯৪১৪ ঙ. ৭৪৯; ১০১৪৭-৮ চ. ৭৪১০; ১০১৪৯-১০।

২০১৫। এখানে নবী করীম (সা:)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতদিন তিনি মুক্ত অবিশ্বাসীদের মধ্যে থাকবেন ততদিন তিনি যেন সমস্ত গালি ও নির্যাতন ধৈর্যসহকারে বরদাশ্ত করেন এবং মন্দের বিনিময়ে কল্যাণ করেন।

২০১৬। ‘শয়তানদের’ শব্দ নবী করীম (সা:) এর শক্তদের সর্দারদেরকে বুবায় এবং ‘কুপ্রোচনা’ দ্বারা মিথ্যা রটনা ও মানহানি এবং জঘন্য কারসাজি ও প্রচার কার্য বুবায়, যার মাধ্যমে তারা আঁ হ্যরত (সা:) এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করতো।

২০১৭। ‘বরযখ’ অর্থ পর্দা, প্রতিবন্ধক, অথবা এমন জিনিস যা যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী বাধা, মৃত্যুর দিন থেকে বিচার দিন পর্যন্ত সময় বা অবস্থা বুঝাতে এই শব্দের প্রয়োগ (লেইন)। এটি বেহেশ্ত এবং দোয়খের পুরস্কার ও শাস্তির অস্পষ্ট উপলক্ষ্মির মধ্যবর্তী অবস্থা। কুরআন মজীদ একে অবিকশিত জ্ঞের অবস্থার সাথে তুলনা করেছে এবং বিচারদিবসকে পূর্ণ বিকশিত আঘাত জন্মের সঙ্গে তুলনা করেছে।

২০১৮। কোন মানব গোষ্ঠীর উপর যখন আঘাত নেমে আসে তখন বংশ পরিচয় এবং বন্ধুত্ব কোন উপকারে আসে না। শেষ বিচার দিনে কেবল মাত্র সৎকর্মই মানুষের উপকারে আসবে এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী অন্য কারো আনুকূল্য তার কোন উপকারে আসবে না।

إِذْ نَعْلَمْ بِالْقِيَامِ هُنَّ أَخْسَنُ السَّيِّدَةَ
تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْفُونَ^(১)

وَقُلْ رَبِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ
الشَّيْطَانِ^(২)

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّيْ أَنْ يَخْضُرُ^(৩)

حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ الْمَوْتُ قَاتَ
رَبِّيْ أَرْجُونَ^(৪)

لَعِينَ أَعْمَلْ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ حَلَّا
إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، وَ مِنْ
وَرَائِهِمْ بَذَرَ رَأْيِيْ بِيَوْمِ يُبَعْثُونَ^(৫)

فَإِذَا نُفِعَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْتَهُمْ
يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَتَسَاءَلُونَ^(৬)

فَمَنْ شُقِّلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ
الْمُفْلِحُونَ^(৭)

وَمَنْ حَفِّظَ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الْذِينَ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ^(৮)

★ ১০৫। *আগুন তাদের মুখমণ্ডল দঞ্চ করবে এবং সেখানে তারা (ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায়) বিকৃত হাসবে।

১০৬। (তাদের বলা হবে,) *‘তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হতো না এবং তোমরা এগুলো প্রত্যাখ্যান করতে না?’

১০৭। তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের কাবু করে ফেলেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিপথগামী জাতি।

১০৮। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! *এ থেকে আমাদের বের কর। এরপর আমরা পুনরায় এরূপ করলে নিশ্চয় আমরা যালেম (বলে সাব্যস্ত) হব।’

★ ১০৯। তিনি বলবেন, দূর হও! সেখানেই (পড়ে থাক) ^{২০১৯} এবং আমার সাথে কথা বলো না।’

১১০। নিশ্চয় আমার বান্দাদের মাঝে এমন একদলও ছিল যারা বলতো, *‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। আর তুমি দয়ালুদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।

১১১। কিন্তু তোমরা এদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপের ^{২০২০} পাত্র বানিয়েছিলে। এদের (সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করাটা) অবশেষে আমাকে শ্রবণ করা থেকে তোমাদের উদাসীন করে দেয়ার কারণ হলো এবং তোমরা এদের সাথে হাসিঠাট্টা করতেই থাকলে।

১১২। এদের ধৈর্য ধরার দরুনই আজ আমি এদের পুরস্কার দিয়েছি। নিশ্চয় এরাই সফল হবে।’

দেখুন ৪ ক. ১০৪২৮; ১৪৪১; ৫৪৪৯; ৮০৪৪২ খ. ৪০৪১; ৪৫৩২; ৬৭৪৯ গ. ৬৪২৮ ঘ. ৩৪১৭, ১৯৪।

২০১৯। বিচার দিবসে আল্লাহর প্রেরিতদের অস্তীকারকারী ও অবজ্ঞাকারীদেরকে ঘৃণ্য এবং লাঞ্ছিতভাবে দোষথে টেনে নেয়া হবে। ইহজীবনে তাদের অপকর্মের কোন কৈফিয়ত দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলাই তাদের কর্মকাণ্ডের সম্যক খবরা-খবর রাখেন।

২০২০। আরবী ‘সাখ্খারাহ’ শব্দের অর্থ সে অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা বিনিময় ছাড়াই কিছু করতে বাধ্য হয়েছিল (লেইন)। অতএব তফসীরাধীন আয়াতের এই অর্থও হয় যে মুমিনগণ দরিদ্র এবং দুর্বল হওয়ার কারণে কাফিররা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিকল্পে কাজে লাগাতো, তাদেরকে শোষণ করতো এবং তাদের কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক বা ক্ষতি পূরণ না দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক কাজ আদায় করতো।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيهَا
كَالْحُوَنَ
^{১০৩}

أَلَمْ تَكُنْ أَيْقَنِي تُشْلِ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
بِهَا تُحَذَّرُونَ
^{১০৪}

قَاتُوا رَبَّنَا عَلَيْهِ شَقْوَتَنَا وَ
كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ
^{১০৫}

رَبَّنَا آخِرِ جَنَّا مِنْهَا فَإِنْ عَذَّنَا فَإِنْ
ظِلِّمُونَ
^{১০৬}

قَالَ اخْسُوا فِيهَا وَ لَا تَكْلِمُونِ
^{১০৭}

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَمَّا فَاغْفِرْنَا وَ ازْحَمْنَا وَ أَنْتَ
خَيْرُ الرَّحِيمِينَ
^{১০৮}

فَاتَّخَذُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسُوكُمْ
ذَكْرِيٍّ وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَعَّفُونَ
^{১০৯}

رَأَيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاثِرُونَ
^{১১০}

১১৩। তিনি (তাদের) জিজ্ঞেস করবেন, ‘তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে?’

১১৪। তারা বলবে, ‘আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ^{২০১} (পৃথিবীতে) ছিলাম। তুমি (না হয়) গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করে দেখ।’

১১৫। তিনি বলবেন, ‘তোমরা অতি অল্প সময়ই ছিলে। (ভাল হতো) তোমরা যদি জানতে।

১১৬। অতএব তোমরা কি মনে করেছিলে, আমরা অনর্থক তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং আমাদের দিকে তোমাদের কথনো ফিরিয়ে আনা হবে না’^{২০২২}?

★ ১১৭। অতএব অতি উচ্চ মহিমাবিত ^كআল্লাহ্, হলেন প্রকৃত অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (তিনি) সম্মানিত আরশের প্রভু।

১১৮। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে যার কোন প্রমাণ তার কাছে নেই, সেক্ষেত্রে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় তার হিসাব তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। নিশ্চয় কাফিররা সফল হয় না।

৬ ১১৯। আর তুমি বল, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ক্ষমা কর [২৬] ৬ ও দয়া কর এবং তুমি দয়ালুদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম।

দেখুন : ক. ২০৪১৫; ২২৪৬৩; ২৪৪২৬।

২০২১। আরাম-আয়াসে অতিবাহিত জীবনের ফলস্বরূপ যন্ত্রণা এবং শাস্তির কারণে সমস্ত জীবনটা অতি স্বল্পস্থায়ী মনে হয়, এমন কি মনস্তাপ ও অনুশোচনার উপকরণে পরিণত হয়। আয়াতে অবিশ্বাসীদের উত্তর এটাই প্রতিপন্থ করে, ইহজীবনের আরাম-আয়াস কীরুপ ব্যাপ্তি এবং ক্ষণস্থায়ী!

২০২২। এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার সত্তায় আল্লাহ তাআলার গুণাবলী বিকশিত এবং প্রতিফলিত করার জন্য। মানবের ব্যক্তি-সত্তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে এবং সদেহাতীতভাবে সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু বা মধ্য-মণিরপে গণ্য করা হয়েছে, অস্তত সৃষ্টির সেই অংশের জন্য যা আমাদের এই বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে সেহেতু ইহজগৎ থেকে এবং জড় আবাস থেকে চলে গেলেও মানুষের জীবনের অবসান হবে না। তার আত্মা নৃতন আকৃতিতে এবং নৃতন দেহে এক নৃতন জগতে অস্তইনভাবে চলতে থাকবে। ‘দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদই মানবাত্মার মুত্য’ এই ধারণা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বিরোধী, তাঁর নিখিল-বিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের বিরোধী।

فَلَمْ يُشْتَهِ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ يَسِينَ^{১০}

قَالُوا لَيْسَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
فَشَئِلَ الْعَادِيَّينَ^{১১}

فَلَمْ يُشْتَهِ إِلَّا قَبِيلًا لَّوْ أَنْ كُمْ
كُنْتُمْ تَغْلَمُونَ^{১২}

أَوْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَ
أَنَّكُمْ رَأَيْنَا لَا تُزْجَمُونَ^{১৩}

فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ جَلَالُهُ إِلَامُهُ
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ^{১৪}

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى وَ
بِزَهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَهُ
رَبِّهِ مَرَأَةٌ لَا يُفْلِمُ الْكُفَّارُونَ^{১৫}

وَقُلْ رَبِّي أَعْفِرُوا زَحْمَهُ أَنْتَ خَيْرٌ
الرَّحِيمُ^{১৬}